প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুতি

১ম থিষলনীকীয় ৫ অধ্যায় ১-১১ পদ

ইতিহাস সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের যে শিক্ষা দেয়, তা হল, আমাদের সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ পরিকল্পনা রেখেছেন; তাঁর সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নই হল ইতিহাস। তাই, ইয়োব স্বীকার করেছে, *"আমি জানি, তুমি সকলই করতে পার; কোনও সঙ্কল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয়"* (ইয়োব ৪২:২)। আবার, যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে ঈশ্বর ঘোষনা করেছেন, *"আমার মন্ত্রণা স্থির থাকবে, আমি নিজের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করব"* (যিশাইয় ৪৬:১০); এবং *"আমি কাজ করব, কে তার অন্যথা করবে?"* (যিশাইয় ৪৩:১৩)। ঈশ্বরের এই পরিকল্পানা অনুসারে ইতিহাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেন স্বয়ং যীশু খ্রীস্ট; পুরাতন নিয়ম সেই যীশুর প্রথম আগমনকে নির্দেশ করে, এবং নতুন নিয়ম তাঁর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও দ্বিতীয় আগমনকে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে। এই ইতিহাসের প্রান্তভাগে *"প্রভুর দিন"* অপেক্ষা করে আছে। সেই দিনে ঈশ্বর তাঁর শেষ বিচারের দ্বারা তাঁর সৃষ্টিকে পাপমুক্ত করবেন।

পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন থিষলনীকীতে অল্প সময়ের জন্য হলেও সুসমাচার প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল, তারা তাদের প্রচারে ঈশ্বরের পরিকল্পনার এই বিষয়টির কথা তাদের নতুন বিশ্বাসীদের জানাতে ভুলে যায়নি (২থিষলনীকীয় ২:৫)। কিন্তু যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে সুসমাচার প্রচার করার পর তারা যখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয়, এবং বেশ কিছুদিন কেটে যায়, যার মধ্যে নতুন বিশ্বাসীদের কয়েকজন মারাও যায়, তখন তাদের মধ্যে যে প্রশ্নগুলি গুরুতর হয়ে ওঠে, তা হল, (১) যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে যে সমস্ত বিশ্বাসীর মৃত্যু হয়েছে, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় তারা কি জীবিত বিশ্বাসীদের তুলনায় কোনও বিষয়ে আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে? এবং (২) যীশুর দ্বিতীয় আগমন, তথা প্রভুর দিন, তথা সেই শেষ বিচারের দিন কত দূরে? গত সপ্তাহে আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর ১থিষ. ৪:১৩-১৮ পদের মধ্যে দেখেছি। আজ আমরা ১থিষ. ৫:১-১১ পদের মাধ্যমে 'প্রভুর দিন' সম্বন্ধে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেতে চলেছি।

যীশুর দ্বিতীয় আগমনের নিশ্চয়তাকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করে পৌল পত্রের এই অংশে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে খ্রীস্টীয় জীবন যাপনে জোরালো সুপারিশ করেছে (৪-১১ পদ); কিন্তু সেই সমস্ত সুপারিশ করার আগে পৌল যীশুর দ্বিতীয় আগমণের দিনক্ষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেছে (১-৩ পদ)।

১। খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিনক্ষণ (১-৩ পদ): ১ পদে পৌল লিখেছে, *"কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, কাল ও সময় সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লেখা অনাবশ্যক।"* গ্রিক নতুন নিয়মে কাল ও সময়ের জন্য যে দুটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। *'কালের'* জন্য যে শব্দ (χρόνων) ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা যখন সময়ের ব্যবধানকে নির্দেশ করা হয়; তখন *'সময়ের'* জন্য যে শব্দ (καιρῶν) ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা কোনও ঘটনা ঘটবার সময় বা প্রকৃতিকে নির্দেশ করা হয়। এখানে এই দুটি শব্দের প্রেক্ষাপট হল যীশুর দ্বিতীয় আগমন (১থিষ ৪:১৩-১৮ পদে তা আমরা দেখেছি)। তাই যীশুর দ্বিতীয় আগমনের প্রেক্ষাপটে এই দুটি শব্দকে যখন একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে, তার দ্বারা যে কথা বলতে চাওয়া হয়েছে, তা হল, (১) যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে কী পরিমাণ সময়ের ব্যবধান অতিবাহিত হতে হবে এবং (২) যীশুর দ্বিতীয় আগমন ঠিক কখন কিম্বা কী প্রকার ঘটনার দ্বারা ঘটবে? এখন যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সঙ্গে এই দুটি প্রশ্ন যদিও ওতপ্রতভাবে জড়িত; কিন্তু সে বিষয়ে থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের জানাবার জন্য কাউকে কিছু লেখার দরকার নেই। কারণ, সে বিষয়ে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। ধরা যেতে পারে, পৌল নিজে তাদেরকে সে বিষয়ে পূর্বে জানিয়েছে (২থিষ ২:৫)। ধরা যেতে পারে, পৌল ও তার সঙ্গীরা যখন তাদেরকে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের কথা বলেছিল, তখন তারা স্বর্গারোহণের পূর্বে যীশুর সেই কথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, *"যে সকল সময় কি কাল পিতা নিজ কর্ত্তৃত্বের অধীন রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার বিষয় নয়"* (প্রেরিত ১:৭)। আবার প্রভু তাঁর মৃত্যুর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পূর্বে তাঁর শিষ্যদের যে কথা বলেছিলেন, তাও তাদের জানানো হয়েছিল, *"কিন্তু সেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেউই জানে না, স্বর্গের দূতেরা জানে না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন"* (মথি ২৪:৩৬)। তাই, এ বিষয়ে তাদেরকে কিছু লেখার প্রয়োজন নেই।

এর পাশাপাশি পৌল ২ পদে সেই দিন অবিশ্বাসীদের কাছে যে হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে আসবে, তা বলেছে, *"কারণ তোমরা নিজেরা বিলক্ষণ জান, রাতে যেমন চোর, তেমনই প্রভুর দিন আসছে।"* মৃত্যুর পূর্বে আমাদের প্রভু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, *"কিন্তু ইহা জানিও, চোর কোন্ প্রহরে আসবে, তা যদি গৃহকর্তা জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের গৃহে সিঁধ কাটতে দিত না"* (মথি ২৪:৪৩)। চোর যেমন হঠাৎ আসে, অপ্রত্যাশিতভাবে আসে, ঠিক তেমনই প্রভুর দিন, তথা অবিশ্বাসীদের বিচারের জন্য প্রভুর আগমন ঘটবে। তাই, আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কিম্বা কখন সেই ঘটনা ঘটবে, এমন প্রশ্ন হল বোকার কাজ। অন্যদিকে, এই উপমার মধ্যে আরও একটি তুলনা আমরা দেখতে পাই, আর তা হল, চোর যখন আসে, তখন সে গৃহকর্তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পায়। কিন্তু যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় একথা কেবল অবিশ্বাসীদের জন্যই প্রযোজ্য; বিশ্বাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ, ৪ পদে পৌল লিখেছে, *"কিন্তু ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের ন্যায় তোমাদের উপর এসে পড়বে।"*

এখানে, সেই দিনকে পৌল *"প্রভুর দিন"* বলেছে। এই শব্দের ব্যবহার অনেক আগে থেকে প্রচলিত ছিল; কারণ ভাববাদী আমোষের সময় থেকে তা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমোষ ৫:১৮-২০ পদে, আমোষ এই দিন সম্বন্ধে ইস্রায়েলীদের যে ভুল ধারণা ছিল, তা খণ্ডন করেছে। তাই বলা যায় যে, আমোষের অনেক আগে থেকেই এই দিনের ধারণা তাদের মধ্যে ছিল। এখানে আমোষ যে কথা বলতে চেয়েছে, তা হল, সে দিন কেবল অইহূদীরা নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে ইহূদীরাও তাদের পাপের শাস্তি পাবে। অবশ্য, এই দিন কেবল শাস্তি নয়, কিন্তু অন্যদিকে বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণ আনয়ন করবে। শেষ বিচার সম্বন্ধীয় এই দিনের ধারণা আমরা একইভাবে নতুন নিয়মেও দেখতে পাই; তাই, একে একদিকে যেমন *"বিচারদিন"* (২পিতর ২:৯), *"ঈশ্বরের ন্যায়বিচার প্রকাশের দিন"* (রোমীয় ২:৫) বলা হয়েছে; অন্যদিকে, *"মুক্তির দিন"* (ইফিষীয় ৪:৩০) বলা হয়েছে।

৩ পদে, পৌল আরও বলেছে যে, সে দিন এমন হঠাৎ আসবে যে অবিশ্বাসীরা অপ্রস্তুত হয়ে পড়বে, *"লোকে যখন বলে, শান্তি ও নিরাপত্তা, তখনই তাদের কাছে, যেমন গর্ভবতীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, তেমনই আকস্মিক বিনাশ উপস্থিত হয়; আর তারা কোনক্রমে এড়াতে পারবে না।"* প্রভুর দ্বিতীয় আগমনের সময় জগৎ তার দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত থাকবে, খানা-পিনা, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে করা-বিবাহিত হওয়ার কাজে (মথি ২৪:৩৭-৩৮)। অবশ্য, এই সমস্ত কাজ যে মন্দ, তা নয়। কারণ, এ সমস্তের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের গৌরব করতে পারি (১করি. ১০:৩১)। কিন্তু, আমাদের আত্মা যখন এই সমস্ত বিষয়ের দ্বারা পাশবদ্ধ হয়ে পড়ে; যার ফলস্বরূপ, এই সমস্ত বিষয় আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তখন তা আর আমাদের জীবনে আশীর্বাদ থাকে না, পরিবর্তে অভিশাপ হয়ে ওঠে (জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজ হাতে কাজ করতে হবে, কিন্তু সেই কাজই যেন আমাদের জীবনের মুখ্য বিষয় হয়ে না ওঠে)। হ্যাঁ, জগতের অবিশ্বাসীরা জাগতিক আনন্দে এত মত্ত থাকবে যে, বিচারদিন যখন উপস্থিত হবে, তারা সেই দিনের জন্য নিজেদের অপ্রস্তুত দেখতে পাবে। তাদের অনেকে "শান্তি" বা "নিরাপত্তার" মিথ্যা আশ্বাস দেবে; এমনকি তাদের মধ্যে অনেকে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের কথাকে ব্যঙ্গ করবে (২পিতর ৩:১-১০)। কিন্তু সেই দিন, তাদের জীবনে যে আকস্মিক বিনাশ নিয়ে আসবে, তা তাদের কেউই এড়াতে পারবে না। ২থিষ ১:৯ পদে, তাদের এই বিনাশকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, *"তারা প্রভুর মুখ থেকে ও তাঁর শক্তির প্রতাপ থেকে অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ শাস্তি ভোগ করবে।"*

তাদের বিনাশ একাধারে আকস্মিক ও অবশ্যম্ভাবী। তা বর্ণনা করতে পৌল গর্ভবতীর প্রসববেদনার কথা বলেছে। যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন গর্ভের ভিতরে যা থাকে, তা অবশ্যই বাইরে আসে। ঠিক একইভাবে, প্রভুর দিন যখন উপস্থিত হবে, তখন অবিশ্বাসীরা কোনওভাবেই তাদের বিনাশকে এড়াতে পারবে না।

২। বিশ্বাসীদের খ্রীস্টীয় জীবন যাপনে জোরালো

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সুপারিশ (৪-১১ পদ): এইভাবে, সেইদিনের সময় বর্ণনা করার পর, পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে, সেই দিনের জন্য তাদের ভয়ের কিছু নেই। তাই, সেই দিন কত দূরে আছে বা সেই দিন কবে আসতে চলেছে, এ বিষয়ে বৃথা কৌতুহল প্রদর্শনের পরিবর্তে, তারা যেন সেই দিনের জন্য প্রস্তুত থাকে। সেই দিনের সঙ্গে তাদের জীবন যেন সুসামঞ্জস্য বজায় রাখে; বিশ্বাসী হিসাবে তাদের পরিচয় *(identity)*, তাদের দায়িত্ব *(responsibility)* ও তাদের পরিণতি *(destiny)* যে অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক, তা যেন তারা মনে রাখে।

(ক) বিশ্বাসীদের নতুন পরিচয় (৪-৫ পদ): ৪-৫ পদে, পৌল বিশ্বাসীদেরকে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে তুলনা করেছে এবং তাদের কাছে একটি আবেদন রেখেছে, ***"কিন্তু ভ্রাতৃগণ, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের ন্যায় তোমাদের উপরে আসবে। তোমরা তো সকলে দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান; আমরা রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই।"*** বিশ্বাসীদের পুনরায় "ভ্রাতৃগণ" বলে সম্মোধন করার পর, পৌল তাদেরকে জগতের মানুষের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। পাপ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার জগতের অবিশ্বাসীদের হৃদয় পূর্ণ করে রেখেছে, তাই তাদের কাছে বিচারের জন্য খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের দিন চোর আসার ন্যায় হঠাৎ আসবে। কিন্তু বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়; কারণ তারা পাপ ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে নেই। পরিবর্তে, থিষলনীকীয় সমস্ত বিশ্বাসী, যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে খ্রীস্টের পরিবারভুক্ত হয়েছে, তারা হল দীপ্তির সন্তান ও দিবসের সন্তান। পৌল এই কথার দ্বারা খ্রীস্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের (খাঁটি-খ্রীস্টান, পাতি-খ্রীস্টান) চিন্তাকে খণ্ডন করেছে: জগতে কেবল দুই প্রকার লোক আছে, হয় বিশ্বাসী, নয় অবিশ্বাসী; তারা হয় আলোতে, নয় অন্ধকারে আছে। কলসীয় ১:১৩ পদে পৌল বিশ্বাসীদের বিষয় এই কথা বলেছে, ***"তিনিই তোমাদেরকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে উদ্ধার করে নিজের প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করেছেন।"*** ঈশ্বরের অনুগ্রহে, যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে, আমরা সম্পূর্ণ পৃথক পরিচিতির অধিকারী। তারা ***দীপ্তির সন্তান*** হওয়ায়, তারা যে কেবল আলোতে চলে, তা নয়; কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্যই হল আলো। এর দ্বারা বিশ্বাসীর জীবনে আমূল পরিবর্তনকে নির্দেশ করা হয়েছে। একইভাবে, পৌল বিশ্বাসীদেরকে ***দিবসের সন্তান*** বলেছে, কারণ দীপ্তি ও দিবসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান।

৫ পদের শেষাংশে, পৌল তার বক্তব্যকে ***'তোমরা'*** (থিষলনীকীয় বিশ্বাসীরা) থেকে ***'আমরায়'*** (পৌল ও তার সঙ্গীরা, পত্রের পাঠকরা, সমস্ত বিশ্বাসী) পরিবর্তিত করেছে। কারণ, পরবর্তী পদগুলিতে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদেরকে সঠিক আচরণের জন্য আবেদন করতে চলেছে। এই সমস্ত সঠিক আচরণ কেবল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের জন্য নয়; কিন্তু সমস্ত বিশ্বাসীর (যারা রাত্রিরও নয়, অন্ধকারেরও নয়) জন্য প্রযোজ্য।

(খ) বিশ্বাসীদের অদ্বিতীয় দায়িত্ব (৬-৮): বিশ্বাসীরা যেহেতু পাপ ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে আবদ্ধ নয়, সেইহেতু তাদের কয়েকটি দায়িত্ব আছে। তাদের আচার-আচরণ রাত্রির উপযোগী আচরণ থেকে পৃথক হবে। অবিশ্বাসীদের থেকে পৃথক হবার কারণে, আমরা তাদের থেকে পৃথক আচরণ করার অধিকারী। পৌল একই কথা ইফিষীয় ৫:৮-৯ পদে বলেছে, ***"কারণ তোমরা এক সময় অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে দীপ্তি হয়েছ, দীপ্তির সন্তানদের ন্যায় চল।"*** এখানে, ৬-৮ পদে পৌল বিশ্বাসীদের দায়িত্ব ও আচরণ সম্বন্ধে ২টি বিষয়কে নির্দেশ করেছে:

(১) জেগে থাকা: ৬ পদে পৌল লিখেছে, ***"অতএব, এস, আমরা অন্য সকলের ন্যায় নিদ্রা না যাই, বরং জেগে থাকি ও মিতাচারী হই।"*** ***নিদ্রা যাওয়ার*** অর্থ, এমনভাবে জীবন যাপন করা যে শেষ-বিচারের দিন যেন কখনও আসবে না। যার দ্বারা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শৈথিল্য বা ঢিলাভাব প্রকাশ পায়। লূক ১২:৪৫ পদে একে সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ***"দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসতে দেরি আছে, এবং সে দাস-দাসীদের প্রহার করে, ভোজন পান করতে ও মত্ত হতে আরম্ভ করে।"*** ৭ পদে তাদের আচরণকে আরও ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, ***"কারণ যারা নিদ্রা যায়, তারা রাতেই নিদ্রা যায়; যারা মদ্যপায়ী, তারা রাতেই মদ পান করে।"*** পরিবর্তে, ***জেগে থাকার*** অর্থ, বিচারদিনের অবশ্য আগমনের কথা মনে রেখে সৎসংবেদে বিশুদ্ধ জীবন যাপন। যার মধ্যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সাবধানতা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

বর্তমান।

(২) মিতাচারী (আত্ম-সংযমী) হওয়া: এর অর্থ, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়ে আগ্রহে পূর্ণ হওয়া; ফলস্বরূপ, একদিকে সে যেমন মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনায় পূর্ণ নয়; আবার অন্যদিকে, উদাসীনও নয়। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে শান্ত, সংযমশীল ও নিজের দায়িত্ব নিজে পালনকারী (২পিতর ৪:৭; ২তীম. ৪:৫)। সে আগ্রহের সঙ্গে প্রভুর আগমন আশা করে, কিন্তু নিজের দায়িত্বকে কখনও অবহেলা করে না। ৮খ পদে তাই পৌল লিখেছে, *"কিন্তু আমরা দিবসের বলে, এস, মিতাচারী (আত্ম-সংযমী) হই।"*

এই দুটি আচরণকে তুলনা করতে পৌল সৈনিকের বুকপাটা ও শিরস্ত্রের উদাহরণ দিয়েছে। ৮খ পদে পৌল লিখেছে, *"এস, . . . <u>বিশ্বাস</u> ও <u>প্রেমের</u> বুকপাটা পরি, এবং পরিত্রাণের <u>আশা</u>রূপ শিরস্ত্র মাথায় দিই।"* এখানে পৌল ১:৩ পদের ন্যায় বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রেমকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছে। বিশ্বাসী আমরা যখন যীশু ***খ্রীস্টের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেমের জীবন*** শান্ত ও বিশ্বস্তভাবে যাপন করি, তখন তা আমাদেরকে বাহ্যিক সমস্ত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, যেমন বুকপাটা (গলা থেকে কোমড় পর্যন্ত) সৈনিকের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশকে রক্ষা করে থাকে। অন্যদিকে, ***পরিত্রাণের প্রত্যাশা*** সমস্ত ভ্রান্ত বা বিপদজ্জনক চিন্তা থেকে আমাদের বিশ্বাসকে রক্ষা করে, যেমন শিরস্ত্র আমাদের মাথাকে রক্ষা করে থাকে। বিশ্বাসীর জীবনে বা মরণে পরিত্রাণের এই নিশ্চিত আশা, এই বলে আশ্বস্ত করে যে- (অ) খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হলে, মৃত্যুতে আমরা সরাসরি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করব, এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় তাঁর সঙ্গে নেমে আসব, যখন আমাদের শরীর পুনরুত্থিত হবে ও আমাদের আত্মার সঙ্গে সম্মিলিত হবে। (আ) অন্যদিকে, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত আমরা যদি জীবিত থাকি, তাহলে, তাঁর দ্বিতীয় আগমনে আমরা রূপান্তরিত হব ও খ্রীস্টের সঙ্গে আকাশে মিলিত হব। অর্থাৎ, খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমন বিশ্বাসী আমাদের কাছে অবিশ্বাসীদের ন্যায় ভয়ের বা আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত বিষয় নয়; কিন্তু তা হল আমাদের সেই আশার পূর্ণতা, যাকে লক্ষ্য করে আমরা জেগে থাকি ও আত্ম-সংযমের খ্রীস্টীয় জীবন যাপন করি।

(গ) বিশ্বাসীদের পরিণতি (৯-১১ পদ): আমরা দীপ্তি ও দিবসের সন্তান, আমাদের আচরণ জেগে থাকা ও মিতাচারিতা; আর আমাদের পরিণতি বা নিয়তি হল অনন্তকালীন পরিত্রাণভোগ। ৯ পদে পৌল লিখেছে, ***"কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেননি, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীস্ট দ্বারা পরিত্রাণ লাভের জন্য।"*** হ্যাঁ, বিশ্বাসী আমাদের পরিণতি বা নিয়তি ঈশ্বর পূর্বে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাই এখানে *"নিযুক্তির"* কথা বলা হয়েছে। ঈশ্বর বিশ্বাসীদের জন্য যে পরিণতি নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা হল:

(১) ঈশ্বরের ক্রোধ বহন নয়: প্রভু তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা যখন অবিশ্বাসীদের বিচার করবেন ও তাদের প্রতি তাঁর সমস্ত ক্রোধ ঢেলে দেবেন, তখন কিন্তু তাঁর সেই ক্রোধ বিশ্বাসীদের স্পর্শ করবে না। এ বিষয়ে পৌল থিষলনীকীয় বিশ্বাসীদের ১:১০ পদে পূর্বেই ইঙ্গিত করেছে, ***"যিনি আগামী ক্রোধ থেকে আমাদের উদ্ধারকর্তা।"*** এখন যীশু কীভাবে আমাদেরকে সেই ক্রোধ থেকে উদ্ধার করেছেন, ১থিষ. ৫:১০ পদে তা বর্ণনা করা হয়েছে, ***"তিনি আমাদের জন্য মরলেন, যেন আমরা জেগে থাকি বা নিদ্রা যাই, তাঁর সঙ্গেই জীবিত থাকি।"*** এই জন্য পৌল নিজের বিষয় এমন কথা বলতে পেরেছিল, *"আমার পক্ষে জীবন খ্রীস্ট, আর মরণ লাভ"* (ফিলিপীয় ১:২১)।

(২) প্রভু যীশু খ্রীস্ট দ্বারা অনন্ত পরিত্রাণ ভোগ: হ্যাঁ, ঈশ্বরের ক্রোধ ভোগ করার জন্য নয়; কিন্তু যীশুর খ্রীস্টের দ্বারা অনন্ত পরিত্রাণ ভোগ করার জন্যই ঈশ্বর আমাদের পরিণতি নির্ধারিত করেছেন। সেই পরিত্রাণ আমাদের দ্বারা অর্জিত নয়; কিন্তু তিনিই তাঁর মৃত্যু, তথা আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তা সম্ভব করেছেন।

তাই, আসুন, বিশ্বাসী আমরা (অ) আমাদের বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করি, (আ) একে অন্যকে আশ্বস্ত করি, বিশ্বাস জীবন যাপনে উৎসহ দান করি (১১ পদ), এবং (ই) অবিশ্বাসীদের কাছে প্রভুর পক্ষে সাক্ষ্য বহন করি (প্রেরিত ১:৭-৮)।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com